উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

২৯ ফাল্গুন ১৪২৪ বুধবার ৪.০০ টাকা 14 March 2018 Wednesday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

শান্তি দাও, উন্নয়ন দেব

দার্জিলিং নিয়ে দিল্লির বিরুদ্ধে তোপ মমতার

দার্জিলিং, ১৩ মার্চ ঃ পাহাড়ে গোলমালের ঘটনায় কেন্দ্রের শাসকদল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ে শিল্প সম্মেলনের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'পাহাড়কে অশান্ত করতে, দার্জিলিংকে টুকরো করতে কাউকে কাউকে মদত দিচ্ছে দিল্লি। কিন্তু পাহাড়ের উন্নয়নের স্বার্থেই এখানকার মানুষকে শান্তি বজায় রাখতে হবে।' পাহাড়ের উন্নয়নের স্বার্থে সেখানে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার গুরুত্বপূর্ণ হলেও মুখ্যমন্ত্রী জানেন সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনীতির আলোচনাকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। এমনকি

পাহাড়ের একসময়কার অবিসংবাদী নেতা দীর্ঘদিন প্রকাশ্য রাজনীতির আড়ালে চলে গেলেও তাঁকে এখনই পুরোপুরি উপেক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। অতএব মুখ্যমন্ত্রীর সামনে এখন দুটি অগ্রাধিকার। এক, উন্নয়নের গতি বাড়িয়ে পাহাড়ের সাধারণ মানুষের মন জয় করা এবং দুই, তার মাধ্যমে পাহাড়ের সমাজ ও রাজনীতি থেকে বিমল গুরুংকে বিচ্ছিন্ন করা। ফলে শিল্প সম্মেলনের মঞ্চ থেকেও মুখ্যমন্ত্রীকে বিমল গুরুংকে আক্রমণ করে যেতে হয়েছে।

গত ছয় বছর রাজ্যে প্রশাসনিক প্রধানের পদে থেকে বারবারই পাহাড়ে এসে অশান্তির বিরুদ্ধে জোর সওয়াল করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কখনও বলেছেন, পাহাড়কে টুকরো করতে দেব না, আবার কখনও বলেছেন, পাহাড় বাংলার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই থাকবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরেও বিমল গুরুংরা পাহাড়কে অশান্ত করেছেন। গোর্খাল্যান্ডের ফানুস উড়িয়ে পাহাড়ের মানুষের সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা যেমন করেছেন, তেমনই মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বারবার পাহাড়ে আগুন জ্বালিয়েছেন। গত বছরের জুন মাস থেকে টানা প্রায় সাড়ে তিন মাস পাহাড়ে বন্‌ধ হয়েছে, পুড়েছে বহু সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি, মৃত্যু হয়েছে অনেকের। কিন্তু এখনও বিমল গুরুংদের অশান্তি তৈরির একটা চোরাস্রোত রয়েছে পাহাড়ে। বর্তমানে পাহাড় স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে ঠিকই, কিন্তু কোথাও যেন একটা অশান্তির আবহও জিইয়ে রয়েছে। বিমল গুরুং যে এখনও পাহাড়ে এসে ঝামেলা পাকানোর সুযোগ নিতে পারেন সেই

এরপর নয়ের পাতায়

মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ে শিল্প সম্মেলনের মঞ্চে শিল্পপতিদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিনয় তামাং। -সংবাদচিত্র

পাহাড়ের সম্মেলনে আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

রণজিৎ ঘোষ ● দার্জিলিং

১৩ মার্চ ঃ ব্রিটিশ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, 'গিভ মি ব্লাড, আই উইল গিভ ইউ ফ্রিডম'। আর মঙ্গলবার পাহাড়ে শিল্প সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'গিভ মি পিস, আই উইল গিভ ইউ প্রসপারিটি'। অর্থাৎ 'তোমরা আমাকে শান্তি দাও, আমি তোমাদের উন্নয়ন দেব'। পাহাড়ে লাগাতার অশান্তিই যে এখানে শিল্পের মূল অন্তরায় তা এদিন বারবার উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'দার্জিলিংয়ে বহুমুখী শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এভাবে মাঝে মাঝে অশান্তি, বন্‌ধ হলে শিল্পপতিরা এখানে আসতে চাইবেন না।' পাহাড়ে শিল্পে আগ্রহীদের রাজ্য সরকার সবরকমের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত, সে কথাও বারবার বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি এখানকার শিল্পের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১০০ কোটি টাকার প্রকল্প বরাদ্দের কথাও বলেছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। শিল্প সম্মেলনের উদ্‌বোধনী ভাষণে শিল্পপতিরাও আগে পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি ফেরানোর কথা বলেছেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চেয়ারম্যান এদিন দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার পার্বত্য এলাকাকে 'ধর্মঘটমুক্ত' এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। রাজনৈতিক মহল বলছে, বিনয়কে দিয়ে পাহাড়কে 'ধর্মঘটমুক্ত' বলে স্বীকারোক্তি করিয়ে নেওয়াটা আসলে মুখ্যমন্ত্রীরই সাফল্য।

মঙ্গলবার থেকে দার্জিলিংয়ের ম্যালে দুদিনব্যাপী হিল বিজনেস সামিট শুরু হয়েছে। এদিন উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চে শিল্পপতিদের মুখে স্বাভাবিকভাবেই পাহাড়ে গত কয়েক বছর ধরে লাগাতার অশান্তির কথাই উঠে আসে। শিল্পপতি হর্ষ নেওটিয়া বলেন, শিল্প স্থাপনের জন্য পাহাড় সবসময়ই আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় জায়গা। কিন্তু এখানে গত কয়েক বছর ধরে যে অশান্তি চলছে তা বন্ধ না হলে শিল্প স্থাপন করা সম্ভব নয়। তবুও এরই মধ্যে তাঁরা ঘুম এবং মকাইবাড়িতে দুটি হসপিটালিটি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এই দুটি প্রকল্পেই প্রথম পর্যায়ে ১৫০ কোটি টাকা করে মোট ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও বিনিয়োগের ইচ্ছা রয়েছে। আমরা চাই হিংসা নয়, পাহাড়ের মানুষ শিল্প গড়তে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিক।'

শিল্পপতি ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'শান্তি না ফিরলে পাহাড়ের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে না।' ক্যাভেন্টার্স এগ্রো লিমিটেডের চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর মায়াঙ্ক জালান, কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের (সিআইআই) ডিরেক্টর জেনারেল চন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায় সহ অন্য শিল্পপতিরাও বিনিয়োগের আগে পাহাড়ে স্থায়ী শান্তির পক্ষেই সওয়াল করেছেন। জিটিএ চেয়ারম্যান বিনয় তামাং বলেন, 'পাহাড়ে শিল্পপতিদের সবরকম সহযোগিতা করা হবে। আমরা পাহাড়কে ধর্মঘটমুক্ত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করছি।' স্থায়ী শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে আশ্বস্ত করে বিনয় বলেন, 'বেঙ্গল মিনস বিজনেস, জিটিএ মিনস গ্রোথ।'

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ১৭ মিনিটের বক্তব্যে বারবারই পাহাড়ের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে রাজ্য সরকার যে কতটা আগ্রহী তা বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আগে কখনও পাহাড়ের উন্নয়ন নিয়ে কেউ ভাবেনি। কিন্তু গত পাঁচ-ছয় বছরে আমরা এখানকার উন্নয়নে জোর দিয়েছি। পাহাড়ের ভাই-বোনের রোজগারের ব্যবস্থা, এখানকার মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যথেষ্ট কাজ করা হচ্ছে। কিন্তু শিল্প না হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে না। তাই জিটিএ-র দাবিমতো আমরা এখানে প্রথমবার শিল্প সম্মেলন করছি। পাহাড়ে তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উদ্যান পালন, ডেয়ারি সহ নানা প্রকল্প হতে পারে। কিন্তু সবার আগে স্থায়ীভাবে শান্তি ফেরাতে হবে। অশান্তি দেখলে শিল্পপতিরা আসতে চাইবেন না। তাই জিটিএ সহ যারা পাহাড়ে রয়েছেন, এখানকার জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সকলকেই পাকাপাকিভাবে শান্তি ফেরানোর জন্য সচেষ্ট হতে হবে। দুদিন পরপরই বন্‌ধ, অবরোধ, আগুন জ্বালানোর ঘটনা বন্ধ করতে হবে। গত বছরের আন্দোলনে পাহাড়ে যে শুধুমাত্র চা শিল্পেই

এরপর নয়ের পাতায়

বিকট্ আওয়াজ

বিকট আওয়াজের জন্য MRI করাচ্ছিলাম না। কিন্তু ডিসানে সাউন্ডলেস MRI এর কথা জানতে পেরে সকালে এসে MRI টা করিয়ে নিলাম। সত্যিই খুব অল্প আওয়াজ্। নিউরো ডাক্তারকে প্লেট্ আর রিপোর্ট দেখিয়ে সেইদিনই বাড়ি ফিরলাম। চিকিৎসার দরকার হলেই এর পর থেকে ডিসানেই যাব।

সুষমা ইয়ানজন-কার্শিয়াং

DESUN HOSPITAL SILIGURI
OPD BOOKING 90736 92687 96740 19660
নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজের পাশে

প্রশাসনের হয়রানির বিরুদ্ধে একজোট ট্র্যাক্টর মালিকরা

দিনহাটা, ১৩ মার্চ ঃ ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা তাঁদের হয়রান করছেন বলে অভিযোগ তুলে দিনহাটার ট্র্যাক্টর মালিকরা একজোট হলেন। মঙ্গলবার দুপুরে দিনহাটার নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগারে একটি সভায় তাঁরা জোটবদ্ধ হন। এই সভার মাধ্যমেই ট্র্যাক্টর মালিকরা তাঁদের নতুন একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। রাজস্ব দিয়ে মাটি কাটা সত্ত্বেও প্রশাসন তাঁদেরকে নানাভাবে হয়রান করছে বলে এই সভাতেই ট্র্যাক্টর মালিকরা অভিযোগ তোলেন। ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা অবশ্য তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। আইন অনুযায়ীই সমস্ত কাজ করা হচ্ছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

দিনহাটার বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বেআইনিভাবে মাটি কাটা হচ্ছিল বলে অভিযোগ ছিল। সিঙ্গিমারি, ধরলা, বুড়া ধরলার মতো বিভিন্ন বড়ো নদী থেকে ছোটো নদী কোনোটিই এর আওতা থেকে বাদ যাচ্ছিল না। কিছুদিন আগেই দিনহাটার রথবাড়ি ঘাট এলাকায় স্নান করতে নেমে দুই যুবক তলিয়ে যান। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে জানতে পারে ধরলা নদীতে অবৈজ্ঞানিকভাবে মাটি কাটার ফলেই ওই যুবকরা তলিয়ে গিয়েছিলেন। এনিয়ে বিভিন্ন মহল প্রতিবাদ জানায়। বেআইনিভাবে মাটি কাটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জোরালো দাবি ওঠে। রাজনৈতিক নেতার 'আশীর্বাদ' মাথায় থাকার জেরে আইনভঙ্গকারীরা পার পেয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। এসব নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার জেরে ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তর অভিযানে নামে। রথবাড়িঘাট এলাকা থেকে একটি মাটি কাটার মেশিন বাজেয়াপ্ত করা হয়। বেআইনিভাবে মাটি কাটার অভিযোগে পুঁটিমারি-১, পুঁটিমারি-২, মাতালহাট, আটিয়াবাড়ির মতো বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকজনকে জরিমানা করা হয়। ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তর দিনহাটার পাশাপাশি কোচবিহার-১ এবং কোচবিহার-২ ব্লকেও অভিযান চালায়। এভাবে অভিযান চালানোর সময় তাঁদেরকে হয়রান করা হচ্ছে বলে অভিযোগে ট্র্যাক্টর মালিকরা সরব হন। পরিস্থিতি সামাল দিতে তাঁরা একজোট হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

এদিন দুপুরে দিনহাটার নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগারে আয়োজিত এক সভার মধ্যে দিয়ে দিনহাটা তৃণমূল ট্র্যাক্টর মালিক সমিতি গঠন করা হয়। বিধায়ক উদয়ন গুহ ওই সভার সূচনা করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের দিনহাটা শহর ব্লক কার্যকরী সভাপতি বিশু ধর, দিলীপ রায়, নূরজামাল মিয়াঁ প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাজস্ব দিয়ে মাটি কাটা সত্ত্বেও তাঁদেরকে নানাভাবে হয়রান করা হচ্ছে বলে সভায় ট্র্যাক্টর মালিকরা অভিযোগ তোলেন। এর বিরুদ্ধে সবাইকে একজোট হতে তাঁরা আহ্বান জানান। পাশাপাশি, এবিষয়ে যাতে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেজন্যও দাবি জানানো হয়। বিধায়ক উদয়নবাবু বলেন, 'রাজস্ব দিয়ে আইন মেনে যাতে মাটি কাটা হয় সেজন্য ট্র্যাক্টর মালিকদের পরামর্শ দিয়েছি। পাশাপাশি মাটি কাটার ফলে যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্যও তাঁদেরকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।' অন্যদিকে, ট্র্যাক্টর মালিকরা তাঁদের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ তুললেও ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা তা মানতে চাননি। দিনহাটা-১ ব্লক ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের আধিকারিক তাশি মানোয়ারা লেপচা বলেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে। কোনো জায়গায় বেআইনিভাবে মাটি কাটা হলেই দপ্তরের তরফে অভিযান চালানো হবে।'

-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

শিশু পাচারের ঘটনায় জেরা বিজয়বর্গীয়কে

ইন্দোর, ১৩ মার্চ ঃ হোম থেকে শিশু পাচারের ঘটনার তদন্তে বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়কে জেরা করল পশ্চিমবঙ্গের সিআইডি। পুলিশ সূত্রে খবর, সিআইডির একটি দল ইন্দোরে গিয়ে সোমবার শিশু পাচারের ঘটনা নিয়ে কৈলাসকে জেরা করে। তবে জেরার জবাবে কৈলাস কী বলেছেন তা নিয়ে পুলিশ সরকারিভাবে কিছু জানাতে চায় না। এর আগে সিআইডি শিশু পাচারের ঘটনায় কৈলাসকে জেরা করতে চাইলে ইন্দোর হাইকোর্ট বলেছিল, জেরার প্রয়োজন হলে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশকে ইন্দোর পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তারাই জেরার ব্যবস্থা করবে। এই পরিস্থিতিতে আদালতের নির্দেশ নিয়ে কৈলাসকে জেরা করতে সিআইডির অসুবিধা হয়নি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জেরায় কৈলাস বলেছেন, তিনি জুহি চৌধুরিকে চেনেন না। হোমের লাইসেন্স পাইয়ে দেওয়ার জন্য তিনি কাউকে ফোন করেননি, কোনো সুপারিশও করেননি। পুলিশকে তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মেটাতে শিশু পাচারের মামলায় তাঁর নাম জড়াচ্ছে। বিজেপির সাধারণ সম্পাদকের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস যত দুর্বল হচ্ছে ততই আতঙ্কে বিজেপি নেতাদের বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। ২০১৫ সালের আগস্টে চন্দনা চক্রবর্তীর হোমে শিশুদের দত্তক দেওয়ার প্রক্রিয়ায় নানা অনিয়মের ঘটনা নজরে আসার পর রাজ্যজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। জলপাইগুড়ি সিডব্লিউসির সদস্যরা এ ব্যাপারে রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে অভিযোগ জানান। এরপর ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে সিআইডি-কে ওই ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। একমাস পরেই পুলিশ চন্দনা চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করে। তারপর বিজেপি নেত্রী জুহি চৌধুরি সহ আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়। সিআইডি আদালতে যে চার্জশিট পেশ করেছিল তাতে কৈলাসের পাশাপাশি বিজেপির সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়েরও নাম ছিল। সিআইডি ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে রূপার সঙ্গে কথা বলেছে ত্বত্ত্বএবং রূপা যথারীতি সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

নদী গবেষণাকেন্দ্র নিয়ে বিতর্ক

কোচবিহার, ১৩ মার্চ ঃ বদলে গেল কোচবিহারের রিভার রিসার্চ ইন্সটিটিউটের পরীক্ষাগারের জমি। অভিযোগ উঠছে, হরিণচওড়া এলাকার যে জমিতে এই পরীক্ষাগার তৈরি হওয়ার কথা ছিল, তার পরিবর্তে তার পাশে সেচ দপ্তরের অন্য জমিতে পরীক্ষাগার তৈরি হচ্ছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে পরিষ্কার করে মুখ খোলেননি সেচ দপ্তর ও রিভার রিসার্চ ইন্সটিটিউটের কোনো আধিকারিক। ইন্সটিটিউটের আধিকারিক শুভদীপ সরকার জানান, পরীক্ষাগার নির্দিষ্ট করা জমিতেই করার কথা ছিল, কেন হচ্ছে না সে বিষয়ে কোনো খবর নেই।

১৯৫৬ সালে কোচবিহারে তৈরি হয়েছিল রিভার রিসার্চ ইন্সটিটিউট। প্রথম দিকে নিজস্ব কোনো ভবন না থাকায় রাজ্য সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তরের অধীনে থাকা এই ইন্সটিটিউট চলত বিভিন্ন ভাড়াবাড়িতে। বছর দুয়েক ইন্সটিটিউটটি তুলে দেওয়ার ভাবনাচিন্তা শুরু হওয়ায় সরব হয় পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি। যদিও পরে সিদ্ধান্ত বদল করে ২০১৭-র মার্চে সারা রাজ্যে রিভার রিসার্চ ইন্সটিটিউটের সাতটি পরীক্ষাগার তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গের পরীক্ষাগারটি কোচবিহারে তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরীক্ষাগার তৈরির জমিও দেখা হয়। সেই জমি নিয়েই দেখা দিয়েছে বিতর্ক। ইন্সটিটিউট সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৪ সালের ৭ জানুয়ারি সেচ দপ্তরের কোচবিহার ডিভিশন শহর লাগোয়া হরিণচওড়ায় ১.০৯ একর জমি হস্তান্তর করে রিভার রিসার্চ ইন্সটিটিউটকে। জমি হাতে পাওয়ার পর তার চারদিকে সীমানাপ্রাচীরও দেয় ইন্সটিটিউট। পরে সেই জমিতেই পরীক্ষাগার নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয় সেচ দপ্তরের কোচবিহার ডিভিশনকে। কিন্তু সেই জমিতে কোনো কাজ করা হয়নি বলে অভিযোগ। ওই জমির পরিবর্তে হরিণচওড়ায় সেচ দপ্তরের অন্য জমিতে নির্মাণ করা হচ্ছে পরীক্ষাগার। যদিও কেন এরকম ঘটল, তা নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানাতে পারেননি সেচ দপ্তরের কোচবিহার ডিভিশনের আধিকারিক স্বপনকুমার সাহা। তিনি জানান, 'হরিণচওড়ায়

এরপর নয়ের পাতায়

'সামি থ্রেট দিচ্ছে', মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন হাসিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। জীবনের চূড়ান্ত খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তবে লড়াই থেকে সরে আসার যাবতীয় সম্ভাবনার কথা আজ উড়িয়ে দিয়ে ভারতীয় দলের পেসার মহম্মদ সামির বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রী ফের সরব হয়েছেন। রাতের দিকে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন। সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার পেসারের বিরুদ্ধে নয়া অভিযোগও এনেছেন হাসিন জাহান। জানিয়েছেন, সামি তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ার বাঁচানোর জন্য থ্রেট বা হুমকি দিচ্ছেন তাঁকে।

শেষ দুই দিনে উত্তরপ্রদেশ থেকে কলকাতায় হাজির হওয়া সামির পরিবারের চার প্রতিনিধি বার দুয়েক বৈঠক করেছেন হাসিন জাহান ও তাঁর আইনজীবীর সঙ্গে। গতকাল সকালে সেই বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার পর রাতের দিকের গোপন বৈঠকও ভেস্তে

মঙ্গলবার কলকাতায় দেবাশিস মণ্ডলের তোলা ছবি

গিয়েছে বলে খবর। যার পর সামি-হাসিনের সম্পর্কের তিক্ততা আরও বেড়েছে। আজ রাতের দিকের সাংবাদিক সম্মেলনে সেই তিক্ততা নিয়েই হাসিন জাহান ঘোষণা করে দিয়েছেন, সামির সঙ্গে সমঝোতার কোনো প্রশ্নই নেই। তিনি এই ঘটনার শেষ দেখে ছাড়তে চান। উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাসিন জাহান বলেছেন, 'অনেক সহ্য করেছি। আর নয়। সামির যদি পরিবার বা কন্যার প্রতি সত্যিই কোনো দায় বা টান থাকত, তাহলে ও নিজের ভুল স্বীকার করে নিত। ও এখনও সেটা করেনি। উলটে আমায় থ্রেট দিয়ে চলেছে।' এখানেই না থেমে ভারতীয় পেসারের স্ত্রী আরও বলেছেন, 'কেরিয়ার বাঁচানোর জন্য সামি এখন অনেক কিছু বলছে আপনাদের। কিন্তু আমার সঙ্গে তো ব্যবহারটা সেই আগের মতোই। গতকাল রাতের দিকে অন্য নাম্বার থেকে মেসেজ করে আমায় জানাল, আমাদের মেয়ে বেবোর সঙ্গে কথা বলতে চায়। ২০১২ সাল থেকে ওকে চিনি। সামি কীভাবে কখন কথা বলে, ভালোই জানি। ওর কথা বলার ধরনটা অতীতের সঙ্গে মেলাতে পারছিলাম না। এভাবে ভিন্ন নাম্বার থেকে মেসেজ করে না ও।' গতকাল ভিন্ন নাম্বার থেকে মেসেজের পর আজ সামি তাঁর স্ত্রীকে হোয়াটসঅ্যাপে কল করেছিলেন বলেও জানিয়েছেন হাসিন।

এরপর নয়ের পাতায়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ আয়োজিত উত্তর সন্ধ্যা এবার টিভির পর্দায়। সম্প্রচার দেখুন আজ সন্ধ্যা ৭ টায়, সিসিএন মিউজিক-এ

আজকের দাম

পেট্রোল- ₹ ৭৫.৮৬
ডিজেল- ₹ ৬৬.১৪

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।
-সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল

বিন্দু বিসর্গ

প্যানপ্যানানি নিউজ দিয়ে হবে না। সেলেবদের দাম্পত্য কেচ্ছা চাই।

ভোটে টিকিট পেতে নেতার পিছনে সন্ন্যাসী

বেঙ্গালুরু, ১৩ মার্চ ঃ ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক কেমন হবে তা নিয়ে এদেশে বহুদিন ধরেই বিতর্ক চলে। মুখে অবশ্য সকলেই বলেন, রাজনীতিতে এবং সরকার পরিচালনায় কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের প্রভাব থাকা উচিত নয়। কিন্তু বাস্তবের ছবি অন্যরকম। যখনই ভোট আসে, তখনই ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরুদের দরজায় নেতাদের লাইন পড়ে যায়। নরেন্দ্র মোদি অথবা প্রণব মুখোপাধ্যায়, কারও ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম হয়নি। এখন বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির মোকাবিলায় কার্যত একই পথ নিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধিও। কিন্তু উলটোটা কখনও দেখেছেন ? ভোটের টিকিট পাওয়ার জন্য ধর্মগুরুরা নেতাদের দরজায় লাইন দিচ্ছেন, এমনটা সাধারণত দেখা যায় না।

এখন ভোটের মুখে কর্ণাটকের রাজনীতিতে যা শুরু হয়েছে তাকে এককথায় উলটপুরাণ বলাই যায়। কন্নড়ভূমে সাধু-সন্ন্যাসীরাই এবার টিকিট চেয়ে শাসক ও বিরোধী শিবিরে হত্যে দিতে শুরু করেছেন। অনেকে আবার রাজনৈতিক দলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, টিকিট না পেলে নির্দল প্রার্থী হয়েই আসন্ন বিধানসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

সাধু-সন্ন্যাসীদের টিকিট চেয়ে দরবারের নিরিখে বাকিদের থেকে স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। এক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের উদাহরণ সামনে আসছে। যোগী ১৯৯৮ সাল থেকে সংসদে ছিলেন। ২০১৪ সালে তিনি গোরক্ষনাথ মঠের প্রধান সন্ন্যাসী হন। তিনি ধর্মগুরু হওয়ায় উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে রাজনীতির আঙিনায় প্রভাব বাড়াতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি। কর্ণাটকের ধর্মগুরুরা এখন সেই পথই অনুসরণ করতে চাইছেন। সেখানকার সন্ন্যাসীদের অনেকের দাবি, তাঁদেরও এবার সুযোগ দিতে হবে। বিজেপির কাছে উদুপির শ্রীকৃষ্ণ মঠের অধীন শিরুর মঠের সাধু লক্ষ্মীবর তীর্থস্বামীর হুমকি, তাঁকে উদুপি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করতে হবে। না হলে তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভোটে দাঁড়াবেন। তাঁর প্রার্থীপদের বিরোধিতা করেছেন উদুপির প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক রঘুপতি ভাট। গেরুয়া বসনধারী তীর্থস্বামীর ভোটে দাঁড়ানোর ইচ্ছা শুনে বিস্মিত বিশেষ তীর্থস্বামী সহ উদুপি মঠের অন্য সাধুরা। বিশেষ তীর্থস্বামী বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি, উমা ভারতীর আধ্যাত্মিক গুরু। সাধুর সিদ্ধান্ত শুনে চোখ কপালে উঠেছে উদুপির বর্তমান বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণমন্ত্রী প্রমোদ মাধবরাজের। রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরিয়াপ্পা জানিয়েছেন, সাধুদের টিকিট দেওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

লক্ষ্মীবর অবশ্য নিজের সিদ্ধান্তে অটল। তাঁর বক্তব্য, 'সাধু-সন্ন্যাসীরা ভোটে প্রার্থী হতে পারবেন না, এমন কথা কোথাও বলা আছে কি? আমরা অন্যদের তুলনায় অনেক ভালোভাবে মানুষের সেবা করতে পারব।'

এরপর নয়ের পাতায়